দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 16 MAR 2003
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩

আবার প্রশ্ন ফাঁস

এবার সমবায় অধিদফতরের পরিদর্শক পদের পরীক্ষায়

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়া যেন এখন মামুলি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাবলিক পরীক্ষা থেকে শুরু করে যে কোন পরীক্ষা মানেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়া! গত ২৮ ফেব্রুয়ারি বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার রেশ কাটতে না কাটতেই আবারও প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। এবার সমবায় অধিদফতরের পরিদর্শক পদের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। জানা গেছে, শুক্রবার সকাল ১০টায়

(১ম পৃষ্ঠা ৭-এর কঃ দেখুন)

আবার প্রশ্ন ফাস (প্রথম পাতার পর)

সমবায় অধিদফতরের পরিদর্শক পদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ৮০ নম্বরের লিখিত এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পরীক্ষার আগের দিন রাতেই ফাঁস হয়ে যায়। এবার অবশ্য ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্রের দাম ছিল কম। ৫শ' টাকা করে এই প্রশ্নপত্র বিক্রি হয়। হাতে লিখা ফাঁস হয়ে পাওয়া প্রশ্নপত্র দ্রুতগতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে ছড়িয়ে যায়। পাশাপাশি রাজধানীর বিভিন্ন জায়গাতেও প্রশ্ন পাওয়া যায়। এই রকম ফাঁস হয়ে যাওয়া একটি প্রশ্নপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বরত একটি দৈনিকের প্রতিনিধিকে সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষার আগে অর্থাৎ সকাল ৯টা সাড়ে নয়টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজের কাছে নিয়ে যায়। পরে তিনি ঘটনাটি উপ-উপাচার্যকে জানাতে বলেন। তারা উপ-উপাচার্যের বাসাতেও প্রশ্নটি নিয়ে যায়। কিন্তু তখন তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন বলে অভিযোগকারীরা জানিয়েছেন পরীক্ষা শেষে পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র মূল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মিলালে দেখা যায় ৫৬ নম্বরের হাতে লিখা প্রশ্নপত্রের পুরোটাই মিলে গেছে। প্রসঙ্গত এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে করে বাইরে আনতে দেয়া হয়নি। উত্তরপত্রের সঙ্গেই তা রেখে দেয়া হয়। ফাঁস হয়ে যাওয়া হাতে লিখা প্রথম প্রশ্নটি ছিল 'বিশ্বের দ্রুতগামী বিমান কোন্‌টি? দ্বিতীয় প্রশ্ন " বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি? এ রকমভাবে ৩৬ নম্বরের সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। তাছাড়া অনুবাদ ফাঁস হয়ে যায়। এমন কি দুইটি অঙ্ক ছিল তাও ফাঁস হয়ে যায়। এ নিয়ে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্বেগ ও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জসীমউদ্দীন হলের জুলফিকার নামে এক ছাত্র জানান, এভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেলে পরীক্ষা দিয়ে লাভ কি? যারা প্রশ্ন পাবে তারাই তো চাকরি পাবে। তিনি এই পরীক্ষা বাতিলের দাবি জানান। এ রকম আরও অনেকে এই পরীক্ষা বাতিলের দাবি জানিয়েছেন। প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়া দেশে এখন মামুলি ব্যাপার হয়ে